



# কলেজ

## দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ নারীশিক্ষায় এক নীরব বিপ্লব



হাওড়ার দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ ইতিমধ্যেই অনন্য এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে। এখানে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্রীরা আসছে এবং ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষায় নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তুলছে। তারা এরপর শিক্ষিকা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাবে। আর তারা মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার আলো ছড়াতে পারবে ছাত্রীদের মধ্যে। এই কলেজের ছাত্রীদের অনলাইনেও বিভিন্ন ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, হাওড়ার দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুকরণে আরও প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল পড়ুয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য মকতব গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে বাংলার বিভিন্ন জেলায়। এই নিবন্ধে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী সাবির আহমেদ

দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ রাজ্যে মুসলমান মেয়েদের জন্য অভিনব এক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। মাত্র বছর পাঁচেকের মধ্যে প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রী 'মুয়াল্লিমা' অর্থাৎ শিক্ষিকা হিসাবে ইতিমধ্যে মিশন, মক্কা ও নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েছেন। কলেজের মূল নীতি হল, জীবনমুখী ও জনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমান মেয়েদের সার্বিক মানোন্নয়ন ও উচ্চশিক্ষার প্রচেষ্টা। পাঠ্যসূচিতে ইসলামের মূল ভিত্তিগুলো, যেমন কুরআন, হাদিস, আকাইদ ও মাসায়েল, ইসলামি তারবিয়াত এবং আরবি, উর্দু ভাষা শিক্ষা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি কম্পিউটার, নিউট্রিশন, হেলথ, হোম ম্যানেজমেন্ট, চাইল্ড সাইকোলজি এবং টিচিং মেথডোলজি নিয়ে পড়াশোনা করছেন ছাত্রীরা। এই উদ্যোগ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রীদের ড্রপআউট প্রতিরোধ করতে ভীষণ কার্যকরী বলে মনে করেন



দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের অনুষ্ঠানে এক ছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আহমদ হাসান ইমরান

শিক্ষাবিদরা। ইসলামিক শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই পাঠক্রমের ফলে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছাত্রীদের পরিচয়

পাওয়া গেল কলেজের নিজস্ব স্যাম্পাসে ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে। মেয়েরা একদিকে দ্বীনের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশের প্রতি

কর্তব্যের এক ছকভাঙা ছবি তুলে ধরেন। কলেজের ধারা অনুসারে কলেজের ছাত্রীরা একের পর পর বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা করেন। গোটা

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ছাত্রীরাই। ইসলামিক শিক্ষায় কীভাবে মেয়েরা মুয়াল্লিমা হচ্ছেন এবং আধুনিক শিক্ষার জীবনমুখী শাখায় তাঁরা কীভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেন, তা সুন্দর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন তাঁরা। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ছাড়াও এ দিন বার্ষিক সাটফিক্কেট প্রদান অনুষ্ঠানে সফল ছাত্রীদের হাতে সাটফিক্কেট ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলমে দ্বীন তথা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমান সাহেব। তিনি ২০২২ সালের পাশ আউট ছাত্রীদের হাতে সাটফিক্কেট তুলে দেন এবং দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের নতুন বিল্ডিংয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় তলের ভিত্তি ফলক স্থাপন করলেন।